মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় ট্রাক প্রতীকের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মুজিবনগর উপজেলায় ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা ইউপি সদস্যকে লাঞ্ছিত

করা সেই চেয়ারম্যানকে অনুসন্ধান কমিটির শোকজ

স্বতন্ত্র প্রার্থীকে সমর্থন করায় মহিলা ইউপি সদস্যকে লাঞ্চিত করা সেই চেয়ারম্যান সেলিম রেজাকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।
আজ বুধবার বিকালে মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান ও মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন।

শোকজপ্রাপ্ত সেলিম রেজা মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আগামী ৩০ ডিসেম্বর তাকে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা কে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের দায়ে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের নিয়ে নৌকার পক্ষে ভোট করার জন্য গোপন বৈঠক ডেকেছিলেন সেলিম রেজা। এই বৈঠকে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য রহিমা খাতুনকে চেয়ারম্যান বলেন ‘তোর ভাই বাড়িতে ট্রাকের অফিস করেছে, তুই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বের হয়ে যা এবং প্রকাশ অযোগ্য গালিগালাজ করে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি।

এনিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান ও মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ এইচ এম কবির হোসেনের কাছে জমা দেন ওই মহিলা ইউপি সদস্য। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজাকে আগামী ৩০ ডিসেম্বর স্বশরীরে হাজির হয়ে অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

গাংনীতে বৃদ্ধার আত্ম*হত্যা

গাংনী পৌর সভার পশ্চিমপড়ায় পারিবারিক কলহের জের ধরে বাবলু শাহ(৬০) নামের এক বৃদ্ধ গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার সকালে বাড়ির পার্শ্বের একটি আম বাগান থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। তবে কি কারনে বাবলু শাহ আত্নহত্যা করেছেন তা এখনও জানান যায়নি। বাবলু শাহ চৌগাছার আব্দুর রহমানের ছেলে।

জানাগেছে, বাবলু শাহ তার পরিবারের সাথে খাওয়া দাওয়া করে রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন। মধ্য রাত থেকে বাবলু শাহকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছিলনা। অনেক খোজাখুজি করে বাড়ির পাশের একটি আমবাগানে গাছের সাথে তার মরদেহ ঝুলন্তাবস্থায় দেখে পতিবেশিরা পুলিশকে খরব দিলে গাংনী থানা পুলিশ ওই বৃদ্ধ’র মরদেহ উদ্ধার করে।

ঊাবলু শাহের বড় মেয়ে উনজিলা খাতুন জানান, বাড়িতে কোন ঝগড়া নেই। তবে আমার বাবা কি কারনে আত্নহত্যা করেছে তা জানিনা।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, বাবলু শাহ নামের এক ব্যাক্তির আত্নহত্যার খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির আয়োজনে মাঠ দিবস

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্যখাত এর আওতায় গোপালনগর গ্রামে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি প্রযুক্তির ওপর আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য প্রশিক্ষক মোঃ

মতিউর রহমান, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুর। এ সময় সদস্য পর্যায়ে সচেতনতা ও প্রতিরূপায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফল খামারীর খামার পরিদর্শনসহ প্রত্যাশিত লাভের হিসাব সরেজমিনে দেখানো হয়। উপস্থিত চাষীদের পুকুরে পোনা মাছ চাষের গুরুত্ব, গুণগত মানসম্পন্ন পোনার চাষ, পোনার প্রাপ্তিস্থান, মাছের সাধারণ সমস্যাবলীসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

এছাড়াও পুকুর ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়। উক্ত কার্যক্রমে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

শোকজের উত্তরে দিলেন প্রফেসর মান্নান আব্দুল মান্নান ও ডা. অলোক কুমার দাস

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনে ইসির শোকজের উত্তর দিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মান্নান এবং ডা. অলোক কুমার দাস।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার অভিযোগের ভিত্তিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ২৪ ডিসেম্বর এই দুজনকে শোকজ করেছিল জেলা নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

আজ বুধবার ২৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০ টায় ডা. অলোক স্বশরিরে এবং দুপুর ১২ টায় আব্দুল মান্নান তার আইনজীবীর মাধ্যমে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে লিখিত বক্তব্যে শোকজের উত্তর দেন।

সকাল সাড়ে দশটায় ডা. অলোক মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের খাস কামরায় উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এবং দুপুর বারোটার সময় প্রফেসর আব্দুল মান্নানের আইনজীবী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট

মিয়াজান আলী শোকজের উত্তরে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ডা. আলোক কল রেকর্ডের সত্যতা প্রমাণে একজন সাক্ষী হাজির করেছিলেন। এছাড়া তিনি বলেছেন তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেননি। এমনকি কোন রাজনৈতিক প্রচারণাও করেননি। কোন নেতার জন্য ভোট চাননি। চিকিৎসা পেশায় সংযুক্ত থাকার কারণে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেনের এবং তার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি চিকিৎসা করেন। সেই সূত্রে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাসভবনে তার যাতায়াত।

অপরদিকে আইনজীবীর মাধ্যমে প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেছেন, ‘ডা. অলোকের সাথে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সেই সূত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই তাকে কল দিয়েছিলাম। কিন্তু কারো অজান্তে কল রেকর্ড করে সেটা প্রকাশ করা অপরাধ। ডাক্তার অলোক সরকারি চাকরিজী অমান্য করে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অন্যায় ভাবে জড়িত হয়েছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে নির্বাচনী প্রচারণা করতে যেয়ে আমাকে ভারতের দালাল বলেছেন। এজন্যই কথা প্রসঙ্গে ভারতের কথাটা এসেছিল। নির্বাচনী আচরণ বিদের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। তবে যদি ভুলবশত কোন কারনে আমার নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমি নিঃস্বার্থভাবে ক্ষমা প্রার্থী।

উল্লেখ্য সম্প্রতি ডা. অলোক ও প্রফেসর মান্নানের কথোপকথনের একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হলে বিষয়টি দৈনিক কালবেলা সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে আসে।

মেডিক্যাল লিভ নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি কর্মচারী

সাইদুর রহমান সাঈদ একজন সরকারি কর্মচারী। বাংলাদেশ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাঠ সহকারি পদে কর্মরত রয়েছেন। সরকারি চাকরিবিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে। করছেন রাজনৈতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা।

সম্প্রতি মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নৌকা প্রতীক সমর্থিত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা সভার সঞ্চালনাও করছেন।

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯-এর রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ অংশে বলা আছে, সরকারি কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোনো অঙ্গসংগঠনের সদস্য হতে অথবা অন্য কোনোভাবে যুক্ত হতে পারবেন না অথবা বাংলাদেশ বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে বা কোনো প্রকারের সহায়তা করতে পারবেন না।

ইতোপূর্বে সাইদুর রহমান মেহেরপুর সদরে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখাতে কর্মরত। অসুস্থতা জনিত কারণ দেখিয়ে দীর্ঘদিন যাবত ছুটিতে থেকে তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন নির্দ্বিধায়। করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের (নৌকা) প্রচারণাও।

সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক সভায় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের একটি নির্বাচনী প্রচারণা সভায় নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর সমর্থনে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, চাকরি সূত্রে তিনি দেশের সকল জেলা ঘুরেছেন। অনেক রাজনৈতিক নেতার সাথে তার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। তবে তিনি যে প্রার্থীর প্রচারণা করছেন তার মতো একটি মানুষও তিনি আর খুঁজে পান নাই। এর পর থেকেই শুরু হয় সচেতন মহলে নানা প্রতিক্রিয়া। সরকারি চাকুরীতে থেকে তিনি কিভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক সভায় অংশ নিচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মেহেরপুর জেলার শাখা প্রধান মেহেদী হাসানের সাথে কথা বললে তিনি বলেন সাইদুর রহমান বেশ কিছুদিন আগেই চুয়াডাঙ্গাতে বদলি হয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ম্যানেজার আনোয়ার হোসেনের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ‘সাইদুর রহমান সাঈদ জেলা শাখাতে কর্মরত আছেন। চাকুরিতে থেকে এ ধরনের কর্মকন্ড করার কোন সুযোগ নেই। আপনি বরং জেলা শাখার ম্যানেজারের সাথে কথা বলেন। ‘

চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার ম্যানেজার আমেনা খাতুন কে বিষয়টি অবহিত করে এ সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাইলে তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন, ‘সাইদুর রহমান তো অসুস্থ রয়েছেন। তিনি মেডিক্যাল লিভে ছিলেন ১৫

দিনের জন্য। পুরোপুরি সুস্থ হতে না পারায় দ্বিতীয় দফায় ২১ দিনের মেডিকেল লিভে আছে। দ্বিতীয় দফার ছুটি মাত্র তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে। বিষয়টি যদি অসত্য হয় তদন্ত সাপেক্ষে আমরা ব্যবস্থা নেব। এছাড়াও চাকরিবিধি ও চাকুরী শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ড বা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না। তদন্ত সাপেক্ষে প্রমাণ পেলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।

এ সম্পর্কে সাইদুর রহমান সাঈদের বক্তব্য জানতে বেশ কয়েকবার তার মুঠোফোনে কল দেয়া হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

গাংনীতে নৌকার অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ

মেহেরপুর-২ আসনের গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে আওয়ামী লীগ অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে নির্বাচনী ক্যাম্পের পোস্টার ও প্রতীক ছিড়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি।

ধানখোলা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল হাকিমের অভিযোগ, তার বাড়ির পাশে নৌকার একটি প্রচারণা ক্যাম্পে সোমবার রাতে হামলা চালায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ট্রাক প্রতীকের কর্ম সমর্থকরা। বাঁশ ও কাগজ দিয়ে তৈরী একটি বড় নৌকা ভেঙ্গে দেয় হামলাকারীরা। নৌকার পক্ষে না থাকার জন্য হাকিমকে হুমকি দিয়ে চলে যায় তারা।

নির্বাচনী অফিসে হামলা খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল গিয়ে হামলার প্রতিবাদ জানান গাংনী উপজেলার নৌকার কর্মী সমর্থকরা। ভাঙচুরের এ ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন বলেন, আমরা

নৌকার পক্ষে কাজ করলেও কোথাও অতিরিঞ্চিত ও উত্তেজনাকর কথা না বলা জন্য সবাইকে অনুরোধ করেছি। আমরা ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ ঘটনায় আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করছি।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, সবাইকে আইন মানতে হবে। নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে আচরণবিধিমালা মানতে হবে। উভয় পক্ষের লোকজনকে শান্ত থাকতে বলা হয়েছে। হামলার অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সামনে থেকে মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের লিফলেট বিতরণ শুরু হয় এবং কাথুলী তেল পাম্পের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

লিফলেট বিতরণে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান (ছোট),

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক মোল্লা, বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য এ্যাড. আমজাদ আলী, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, মেহেরপুর মহিলা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি রেহেনা মান্নান, ছাত্রনেতা ইউনুস আলী, ছাত্রনেতা ইব্রাহিম, সপুরা খাতুন সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা মেম্বারকে ধাক্কা দিয়ে পরিষদ থেকে বের করে দিলেন চেয়ারম্যান

‘তোর ভাই বাড়িতে ট্রাকের অফিস করেছে, তুই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বের হয়ে যা’ বলে মহিলা ইউপি সদস্যকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন চেয়ারম্যান সেলিম রেজা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদে।

পরিষদের ৪,৫,৬ নম্বর ওয়ার্ডে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য রহিমা খাতুন এ অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান ডেকেছিলো একটা গোপন বৈঠক করবে বলে। যারা নৌকার ভোট করবা তারা বলে যাও। বৈঠকের এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান বলে মহিলা মেম্বার কিছু বলেনা। আমি

বলি আমরা মহিলা মেম্বাররা তো কিছু বলতেই পারিনা। তখন চেয়ারম্যান ধমক দিয়ে বলে তোর ভাই বাড়িতে ট্রাকের অফিস করেছে। বলে আমাকে গালাগালি করে এবং ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বোর্ড থেকে বের করে দেয়। আমি এর বিচার চাই।

এ ঘটনার পরপরই চেয়ারম্যান সেলিম রেজা তার দলবল নিয়ে পরিষদ থেকে বের হয়ে যান। স্থানীয় খবর পেয়ে সেখানে গেলে উত্তেজনা তৈরি হয়। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের একটি দল গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় ডাবু হোসেন বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের পাশের দোকানে বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি ওই মহিলা মেম্বার বের কান্না কাটি করছে। আমরা কিছু লোক গিয়ে দেখি মেম্বার মিলে ওই মহিলা মেম্বারকে থ্রেড (হুমকি) দিচ্ছে।

৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য রাজন আলী বলেন, চেয়ারম্যান সাহেব সকল মেম্বারদের ডেকেছিলো নির্বাচনের বিষয়ে। এর মধ্যে ৭,৮,৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার রহিমা খাতুনকে বলেন তোমার ভাই ট্রাকের অফিস করেছে। এ নিয়ে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান রহিমা মেম্বারকে বলেন তুমি আর ইউনিয়ন পরিষদের আসবা না বের হয়ে যেতে বলেন।

তবে অভিযুক্ত ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা অস্বীকার করে বলেন, পরিষদের এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ কনি মিয়া বলেন, অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলোম। সবাইকে পারস্পরিক সম্প্রিতি বজায় রাখতে বলেছি।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শামিম হাসান বলেন, এ ধরণের কোন অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা নৌকার বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

মেহেরপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দায়ে বেকারির ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ ও বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ব্যতিত খাদ্য সামগ্রী তৈরি করার দায়ে সুপার ফুড নামের একটি বেকারিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার।

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের কাথুলী সড়কে মেহেরপুর ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

সজল আহমেদ জানান, মেহেরপুর শহরের সুপার ফুড নামে একটি বেকারি প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ ও বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ব্যতিত খাদ্য সামগ্রী তৈরি করতে দেখা যায়। এ দায়ে প্রতিষ্ঠানের মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪২,৪৩ ও ৪৪ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

অভিযান চলাকালে সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ এবং মেহেরপুর পুলিশের একটি টিম।